NOV. 1 9 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... 3 ... কলাম ... 2 ...

দৈনিক ইত্তেফাক

54

রাজধানীর স্কুল ও ভর্তি পরীক্ষা

রাজধানীর স্কুলগুলিতে এখন বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। এ সময় কোন কোন স্কুলে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হইয়া গিয়াছে। এ সংক্রান্ত একটি খবর ছাপা হইয়াছে গত শনিবার সহযোগী একটি দৈনিকে। খবরটির শিরোনাম ঃ 'রাজধানীর নামী-দামী স্কুলগুলোতে ভর্তিযুদ্ধ শুরু ॥ অভিভাবকদের ঘুম হারাম।' খবরে বলা হইয়াছে যে, রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না হইলেও বেসরকারী 'মানসম্মত' স্কুলগুলি ইতিমধ্যেই ভর্তি ফরম বিতরণ করিয়াছে বা করিতে শুরু করিয়াছে। খবরে আরও বলা হইয়াছে ঃ 'অভিভাবকদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও ছোটাছুটির যেন শেষ নাই।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে ঢাকা মহানগরীতে সরকারী, বেসরকারী, প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম, এনজিওদের স্কুল ইত্যাদি মিলাইয়া সহস্রাধিক স্কুল আছে। কিন্তু এইসব স্কুলের খুব অল্পই তথাকথিত 'ভাল স্কুল'। সরকারী স্কুলগুলি এবং কিছুসংখ্যক বেসরকারী স্কুল অভিভাবকদের নিকট 'ভাল স্কুল' হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। অধিকাংশ অভিভাবকই চান নিজ নিজ সন্তানকে এইসব স্কুলের কোন একটিতে ভর্তি করাইতে। এ কারণেই প্রতিবছর স্কুলে প্রবেশের বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকরা নিজ নিজ সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তি করাইবার লক্ষ্যে উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন। কোমলমতি শিশু সন্তানকে তাঁহারা যথাসম্ভব তৈরী করেন ভর্তি পরীক্ষার জন্য। প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষার সময় স্কুলের বাহিরে অপেক্ষমাণ উদ্বেগাকুল অভিভাবকদের ছবি ছাপা হয় সংবাদপত্রগুলিতে।

শিক্ষা দেশের সকল নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার। ইহা সাংবিধানিকভাবেই স্বীকৃত। সেই অনুসারে নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার পর কোন শিশুর স্কুলে প্রবেশের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকাই উচিত। শিশু শ্রেণী বা প্রথম শ্রেণীতে 'ভর্তি পরীক্ষাকে' অনেকে প্রতিবন্ধক মনে করেন; মনে করেন ইহাতে শিশুর অধিকার নষ্ট হয়, শিশুর উপর অবাঞ্ছিত চাপ প্রয়োগ করা হয়। আবার কেহ কেহ তাহা মনে করেন না। তাহাদের যুক্তিঃ যখনী কোন একটি স্কুলের নির্দিষ্ট আসনের চাইতে বেশী শিশু ভর্তি হইতে চাহিবে তখন ভর্তি পরীক্ষার মত একটা ব্যবস্থা তো থাকিতেই হইবে। এভাবেই চলে বিতর্ক।

বিতর্কের ফলাফল যাহাই হউক, বাস্তবতা হইতেছে–প্রতিবছরই শিশুদের ভর্তিযুদ্ধে নামিতে হইতেছে এবং অভিভাবকদের 'ঘুম হারাম' হইতেছে। ইহার জন্য আমরা যেমন স্কুলগুলিকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিব, তেমনি অভিযুক্ত করিব একশ্রেণীর অভিভাকদের মন-মানসিকতাকেও। রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলেই লেখাপড়ার মান ভাল নয় বলিয়া অভিযোগ আছে। লেখাপড়ার মান ভাল নয় মানেই এই স্কুলগুলি ভাল স্কুল নয়। 'ভাল স্কুল' আর 'খারাপ স্কুলে'র এই বিভাজনই আসলে কোমলমতি শিশুদের ভর্তিযুদ্ধে লিপ্ত করাইয়া দিতেছে। ইহার জন্য দায়ী যেমন স্কুলগুলি, তেমনি অভিভাবকরাও। রাজধানীতে এমন অনেক স্কুল আছে যেগুলি স্রেফ ভাল ছাত্র-ছাত্রী পাইলে 'ভাল স্কুল' হিসাবে স্বীকৃতি পাইয়া যাইবে। এসব স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ভাল, শিক্ষকরা ভাল। কিন্তু ভাল তথা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে এসব স্কুলের রেজাল্ট ভাল হয় না বিধায় স্কুলগুলি ভাল স্কুলের স্বীকৃতি পায় না। আমরা মনে করি স্বীকৃত ভাল স্কুলের পেছনে না দৌড়াইয়া অভিভাবকদের উচিত এইসব স্কুলের সন্ধান করিয়া সন্তানদের লেখাপড়ার দায়িত্ব অর্পণ করা। ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আমরা সকল স্কুলের লেখাপড়ার মান একটা ন্যূনতম পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। যতদূর জানি, রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে ভাল শিক্ষকের অভাব, দক্ষ ম্যানেজমেন্টের অভাব প্রকট। এমন তো হইবার কথা নহে। বেসরকারী স্কুলগুলির প্রায় সবকয়টি শিক্ষকদের বেতনের প্রায় পুরোটাই সরকার দিয়া থাকেন। অথচ সরকারী স্কুলগুলির লেখাপড়ার মান ভাল হইলেও অধিকাংশ বেসরকারী স্কুলের লেখাপড়ার মান যাচ্ছেতাই। ইহার কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক।

যাহাই হউক, রাজধানীর কয়েকটি স্কুলে নয়া শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে এবং বাদবাকিগুলিতেও সামনে শুরু হইবে। স্কুলে ভর্তির জন্য স্বীকৃত নিয়ম-নীতি আছে। সরকারী স্কুলের ক্ষেত্রে আছে সরকার নির্ধারিত নিয়ম। বেসরকারী স্কুলসমূহে উহাদের নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকিলেও তাহা সরকার-নির্ধারিত নিয়ম-নীতি-নিরপেক্ষ নয়। আমরা আশা করি, নিয়ম-নীতি অনুসারে সকল স্কুলে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবছরই সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলিতে কমবেশী অনিয়মের অভিযোগ শোনা যায়। জোর তদ্বির থাকিলে কোন কোন সরকারী স্কুলে নাকি নিয়ম-নীতির বাহিরেও ভর্তি হওয়া যায়। একইভাবে মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে ছেলে-মেয়েকে অনেক নামী স্কুলে ভর্তি করানো সম্ভব বলিয়াও অভিযোগ এন্তার। স্কুলগুলির ভর্তি প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক মাস্তানদের প্রভাব-বিস্তারের অপচেষ্টার খবরও মাঝে মাঝে প্রকাশ পায়। এ সবই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর। অনিয়ম ও দুর্নীতি সকল সময়, সকল ক্ষেত্রেই পরিত্যাজ্য এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্মূল করার দায়িত্ব যথার্থ কর্তৃপক্ষের। আশা করি, রাজধানীর স্কুলগুলিতে আসন্ন ভর্তি প্রক্রিয়া যাহাতে সুষ্ঠুভাবে ও নিয়ম-নীতির মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা নিশ্চিত করিতে সংশ্লিষ্ট সকলে সজাগ থাকিবেন।